

কমিশনার ও সেক্রেটারী
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা - ৭৯৯ ০০১

তাং --

শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা প্রসারে প্রতি বছরই বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেওয়ার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ৬-১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে প্রথাগত বা অপ্রথাগত বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্ত করা, তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণ করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের এই বিশাল কর্মসূচী সকলের গোচরে আনার কোন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান অর্থ বছরের তিনটি ত্রৈমাসিক সংখ্যাকে এই বুলেটিনে একত্রে প্রকাশ করা হচ্ছে। এখন থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর অনুরূপ বুলেটিন প্রকাশ করা হবে।

বর্তমান বুলেটিনে বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের যে সমস্ত কর্মসূচীর তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণ করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে আমি মনে করি। এই বুলেটিন ব্যাপকভাবে বিতরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে শিক্ষা দপ্তরের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে জনগণ অবহিত হতে পারবেন এবং বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবেন। তাছাড়া শিক্ষা দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যেমন স্বচ্ছতা আসবে তেমনি বিশ্বাসযোগ্যতাও তৈরী হবে।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের কর্মচারী ও আধিকারিকগণের আন্তরিক প্রয়াস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই বুলেটিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

(বি. কে. চক্রবর্ত্তী)

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর রাজ্য সরকারের অন্যতম বৃহৎ দপ্তর। এই দপ্তরে মোট ৫টি বিভাগ আছে। যথা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, ভাষা উন্নয়ন এবং নির্দেশনা ও পরিচালনা।

২০০৩-২০০৪ অর্থবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মোট বাজেট বরাদ্দ নিম্নরূপ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বিভাগের নাম	পরিকল্পনা	পরিকল্পনা বহির্ভূত	মোট
ক) প্রাথমিক শিক্ষা	৬৩৬৪.৯০	১৮৮৩৯.৩৪	২৫২০৪.২৪
খ) মাধ্যমিক শিক্ষা	৪৭৮.৫৭	১৫২৩১.২৪	১৫৭০৯.৮১
গ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	৭.৫০	৪৬.৪৮	৫৩.৯৮
ঘ) ভাষা উন্নয়ন	৬.১০	১৬২.৩০	১৬৮.৪০
ঙ) নির্দেশনা ও পরিচালনা	২৪.০০	৮৪৯.২৭	৮৭৩.২৭
মোট ঃ	**৬৮৮১.০৭**	**৩৫১২৮.৬৩**	**৪২০০৯.৭০**

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য কাজ করে ঃ

ক) ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়সী সকল শিশুর সার্বজনীন শিক্ষা।

খ) সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং বিদ্যালয় ছুট হওয়া বন্ধ করা।

গ) উন্নত মানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করা যাতে সকল শিশু সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঘ) প্রতি ১ কিমি-র মধ্যে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ কিমি-র মধ্যে ১টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ৪ কিমি-র মধ্যে উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৬ কিমি-র মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

ঙ) যেখানে বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব নয় সেখানে অপ্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

চ) প্রতিটি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা।

এইসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিরাট সংখ্যক কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে। বিগত নয় মাসে (এপ্রিল ২০০৩ থেকে ডিসেম্বর ২০০৩) যে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১) **গৃহনির্মাণ ও গৃহসংস্কার ঃ** এই কর্মসূচীর আওতায় ৩৪টি উচ্চতর মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং তাতে মোট ১৮,৭৪,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২) **বিজ্ঞানের সাজ-সরঞ্জাম ঃ** বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ ভালভাবে চালাবার জন্য ৬৪ টি বিদ্যালয়কে মোট ৬,১৫,০০০ টাকার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।

৩) **বৃত্তি প্রদান ঃ** বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের এক বিরাট কর্মসূচী। এর লক্ষ্য হল সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, ড্রপ আউট বন্ধ করা এবং গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সুনিশ্চিত করা। এর আওতায় আছে বই কেনা, পরীক্ষার ফিস, উপস্থিতির জন্য অনুদান, পোশাক কেনার অনুদান, নিম্ন আয়ী পরিবারের ছাত্র বৃত্তি ইত্যাদি। গত নয় মাসে এইখাতে মোট ৬০,৭০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে এবং তাতে ২,০৭,২৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে।

৪) **আসবাব-পত্র সরবরাহ ঃ** বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভালভাবে বসে পঠন পাঠনের কাজ চালাতে পারে এবং উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় তার জন্য সর্বস্তরের ৪৫৮ টি বিদ্যালয়ে মোট ৭৪,৫০,০০০ টাকার আসবাব-পত্র ক্রয় করা হয়েছে।

৫) **অনুদান প্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এককালীন অনুদান প্রদান ঃ** যে সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত সেগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য গত নয় মাসে মোট ১৫,০০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই টাকায় বিদ্যালয়ের মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬) **নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যালয় উন্নিতকরণ ঃ** নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও বিভিন্ন বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী, উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নিতকরণের কাজ সাধারণতঃ বছরে ২ বার করা হয়। প্রতি বৎসরের জানুয়ারী ও জুলাই মাসে। বিগত নয় মাসে বিদ্যালয় স্থাপন ও উন্নিতকরণের যাবতীয় প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে এবং জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন স্তরে বিদ্যালয়গুলো স্থাপন করা হবে। এর মধ্যে ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৫০টি উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১০টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঃ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অনুদান পেয়ে থাকে বিগত নয় মাসে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং সেই অর্থে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

১) **পুষ্টি প্রকল্প (মিড-ডে-মিল) ঃ** এই প্রকল্পে রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পুষ্টি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এই

প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করে থাকে এবং রাজ্য সরকার ছাত্র পিছু দৈনিক ১ টাকা ২০ পয়সা হিসেবে অন্য খরচ বহন করে। বিগত নয় মাসে এই প্রকল্পে ৭,৬৯,২৮,০০০ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং তাতে মোট ৩,২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়েছে।

২) **বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ঃ** এই প্রকল্পে প্রাথমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয়। বিগত নয় মাসে এই প্রকল্পে মোট ৪৭,৫০,০০০ টাকা পাওয়া গেছে এবং উক্ত টাকা বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। তাতে ১০টি প্রাথমিক ও ৫টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণের কাজ হতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

৩) **ফাইনান্স কমিশন ঃ** এই প্রকল্পে বিগত নয় মাসে মোট ৪৯,৭৮,০০০ টাকা পাওয়া গেছে। উক্ত টাকায় উমাকান্ত একাডেমি বিদ্যালয়ের হেরিটেজ বিল্ডিং এবং সংস্কারের কাজ হতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া উমাকান্ত একাডেমিতে নূতন অতিরিক্ত পাকা গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত কাজের অন্যান্য প্রস্তুতি পর্বের কাজকর্ম চলছে।

৪) **প্রধানমন্ত্রীর গ্রামোদয় যোজনা ঃ** ইহাও একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এই প্রকল্পে প্রাথমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। বিগত নয় মাসে এই প্রকল্পে মোট ৩,০০,০০,০০০ টাকা পাওয়া গেছে। উক্ত টাকায় মোট ৫০টি প্রাথমিক ও ৫০টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয় নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জেলাশাসকগণকে, ২৫ টি বিদ্যালয়ের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপজাতি জেলা পরিষদকে এবং ৪৯টি বিদ্যালয়ে গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে দপ্তরের বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে। বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই সমস্ত নির্মাণ কাজ করছে। এই প্রকল্পে এখন পর্যন্ত মোট বরাদ্দের অর্ধেক পাওয়া গেছে। বাকী অর্ধেক টাকা পাওয়া গেলে সমস্ত কাজ শেষ করা যাবে।

৫) **নন লেপ্সেবল পুল (এন. এল. সি. পি. আর.) ঃ** ইহাও একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এই প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ উত্তর পূর্বাঞ্চলে খরচ করা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ কক্ষ বিশিষ্ট পাকাবাড়ী ও আসবাব-পত্র সরবরাহ করা হয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ১০ কক্ষ বিশিষ্ট পাকাবাড়ী ও আসবাব-পত্র দেয়া হয়। বিগত নয় মাসে এই প্রকল্পে

মোট ৪,৯২,৬০,০০০ টাকা পাওয়া গেছে। এই টাকা পূর্ত দপ্তর ও গ্রামীণ উন্নয়ণ দপ্তরকে দেয়া হয়েছে। উভয় দপ্তর বর্তমানে মোট ৪২টি প্রাথমিক ও ১২টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ হাতে নিয়েছে। আসবাব-পত্রের টাকা বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শককে দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ আসবাব-পত্র ক্রয় করে নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলোকে সরবরাহ করছে। বর্তমানে সমস্ত নির্মাণ কাজ চলছে এবং আসবাব-পত্র ক্রয় করার প্রক্রিয়া ও শেষের পর্যায়ে।

৬) **সর্বশিক্ষা অভিযান ঃ** ইহা একটি কেন্দ্র রাজ্য যৌথ প্রকল্প। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদান ৭৫ঃ২৫। বর্তমান ২০০৩-২০০৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৪টি জেলার জন্য জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা রচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে ১টি প্রতিনিধি দল পাঠায়। উক্ত প্রতিনিধি দলের সুপারিশ প্রদানের পরে দিল্লীতে প্রজেক্ট অ্যাপ্রোভাল বোর্ডের মিটিং ডাকা হয় যাতে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। উক্ত মিটিং এ এই রাজ্যের জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানে ২০০৩-২০০৪ অর্থবর্ষে মোট ৪৭,৬৭,২৪,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার ৩৮,৩৭,৭১,২৫০ টাকা ও রাজ্য সরকারের ৯,২৯,৫২,৭৫০ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পর্যায়ে তাদের শেয়ারের ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ১৯,১৮,৮৫,৬২৫ টাকা সর্বশিক্ষা অভিযান রাজ্য মিশনকে দিয়েছে। যে সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয়ে উক্ত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

			লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্য
১)	প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন	ঃ	২৫০ টি	৫০ টি
২)	প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নতি করা	ঃ	৫৫০ টি	৫৩৭ টি
৩)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণ	ঃ	৯২ টি	৩০ টি
৪)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণ	ঃ	১৯ টি	৭ টি
৫)	অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	ঃ	৪০০ টি	—
৬)	বি. আর. সি. নির্মাণ	ঃ	১৮ টি	৮ টি
৭)	সি. আর. সি. নির্মাণ	ঃ	৫২ টি	১৭ টি
৮)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ	ঃ	১৪০ টি	১৪০ টি
৯)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণ	ঃ	৬০ টি	৬০ টি
১০)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা	ঃ	১২০ টি	১২০ টি

১১)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা	ঃ	৬০ টি	৬০ টি
১২)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার	ঃ	২,০১০ টি	২,০১০ টি
১৩)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার	ঃ	১,০৩৬ টি	১,০৩৬ টি
১৪)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই ক্রয় অনুদান	ঃ	৪,৫০,৪২৫ জন	৪,৩০,৪২৫ জন
১৫)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই ক্রয়ের অনুদান	ঃ	৫৯,৮৩০ জন	৪৯,৮৩০ জন
১৬)	ই. জি. এস. সেণ্টার স্থাপন	ঃ	১,৯৩৯ টি	১,৮৮১ টি
১৭)	ব্রিজ কোর্স সেণ্টার স্থাপন	ঃ	২০০ টি	—
১৮)	শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান	ঃ	২,৫২২ জন	২,০০০ জন
১৯)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যালয় অনুদান	ঃ	২,২৬০ টি	১,২০০ টি
২০)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যালয় অনুদান	ঃ	১,৫৮৬ টি	৮০০ টি
২১)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনুদান	ঃ	১৫,৬৫৯ জন	৭,০০০ জন
২২)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনুদান	ঃ	১০,৯০০ জন	৬,৩৫০ জন
২৩)	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	ঃ	১০,৩৩২ জন	—
২৪)	গ্রামীণ শিক্ষানুরাগীদের শিক্ষণ	ঃ	৬,২৭০ জন	—
২৫)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সামগ্রী	ঃ	২৫০ টি	২৫০ টি
২৬)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সামগ্রী	ঃ	৬৫০ টি	১৫০ টি
২৭)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন	ঃ	৫০০ জন	৫০০ জন
২৮)	উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন	ঃ	৮৫০ জন	৮৫০ জন

গত নয় মাসে উক্ত কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য মোট ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে।

অন্যান্য কর্মসূচী ঃ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিগত তিন মাসে বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানগুলি হল — ১) পণ বিরোধী দিবস; ২) এইডস্ বিরোধী দিবস।

তাছাড়া বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর তার নিজস্ব উদ্যোগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন ১৪ই নভেম্বরে উমাকান্ত ময়দানে শিশু দিবস উদ্‌যাপন করে। তাতে আগরতলা পৌর এলাকার প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য

(এপ্রিল ২০০৩ থেকে ডিসেম্বর ২০০৩)

১) মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে কেন্দ্রীয় অনুদানকারী পরিকল্পনা শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পূনর্গঠন ও পুনঃ সংগঠন এর জন্য মোট ১৩,২৯২.০০ লাখ টাকার রাজ্যভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রস্তাব ও আগামী দশ বছরের জন্য শিক্ষার পরিকল্পনা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ৩ টি নতুন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও ২ টি ডি.আই.ই.টি (DIET) স্থাপন করা এবং দুই পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা, পঞ্চাশোর্ধ শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, আংশিক সময়ের জন্য এম. এড. কোর্স চালু করা এবং রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদকে আরো শক্তিশালী করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২) জাতীয় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পর্ষদ এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছ'মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী দুটো DIET-এ জুলাই ২০০৩ থেকে চালু করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

৩) এই প্রথম রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতীদের জন্য এক বছরের প্রাথমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জুলাই ২০০৩ থেকে করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৩০ জন যুবক ও যুবতী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

৪) রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে কৈলাশহর ও কমলপুরে নির্মিয়মাণ দুটো DIET-এ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচী খুব শীঘ্রই চালু করা হবে, এর জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে উক্ত DIET দুটোতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করার জন্য জাতীয় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পর্ষদের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমোদন চাওয়া হয়েছে।

৫) কৈলাশহর ও কমলপুরে অবস্থিত DIET-এর নির্মাণকার্য প্রায় শেষের পথে।

৬) রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ১.০১ কোটি টাকার প্রকল্প ইতিমধ্যে শেষ করেছে এবং এই প্রকল্পের অধীন সংগৃহিত বিভিন্ন পুস্তক, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো হয়েছে।

৭) প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (SOPT) অনুযায়ী এপ্রিল ২০০৩ থেকে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত মোট ২১০ জন প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে। এছাড়া 'ন্যূনতম শিখন স্তর' কর্মসূচী অনুযায়ী ২০০৪ সালে নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের পুনঃর্মুদ্রণের কাজ চলছে।

৮) বিশাল সংখ্যক প্রশিক্ষণ বিহীন কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় 'ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' পরিচালিত ছ'মাসের C.P.E. কোর্স জুলাই ২০০৩ থেকে চালু করা হয়েছে।

৯) সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে কর্মরত শিক্ষকদের ১০ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পঠন সামগ্রী তৈরী করা হয়েছে এবং মুদ্রণ চলছে। এছাড়া নিশ্চিত শিক্ষা কর্ম পরিকল্পনা (EGS) এবং বিকল্প বিদ্যালয় (AIE) কর্মসূচী অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন পুস্তক তৈরী করা হয়েছে এবং মুদ্রণ চলছে।

১০) সর্বশিক্ষা অভিযানের দুরবর্তী শিক্ষা কর্মসূচী অনুযায়ী 'ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের' উদ্যোগে — নির্বাচিত শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও চিত্রকরের সহযোগিতায় ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০০৩-এ ৩ দিনব্যাপী একটি কর্মশালার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঐ কর্মশালায় বিভিন্ন প্রকার পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে চেতনা বাড়ানোর লক্ষ্যে।

১১) বৃত্তিগত শিক্ষা ও পরামর্শ দপ্তরের উদ্যোগে এই সময়ের মধ্যে প্রায় তিন শতাধিক অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে।

১২)

ক) ২০০৪ সাল থেকে চাকমা ভাষা প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে পর্ষদের 'ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেল' 'রানজুমি' পাঠ্য বইটি (প্রথম শ্রেণী) প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার পাঠ্যবই 'বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী গ্রামার ও রচনা' (চতুর্থ শ্রেণী) এবং মণিপুরী ভাষার পাঠ্যবই 'তাখেল্লৈ' (তৃতীয় শ্রেণী) প্রকাশ করেছে। এছাড়া উপজাতিদের বিভিন্ন ভাষা ও সংখ্যালঘুদের ভাষার উপর আরও ১৩ টি বইয়ের মুদ্রণের কাজ চলছে।

খ) পরিবেশ শিক্ষার উপর "Selected Papers on Environmental Education for Higher Secondary Level" নামে একটি শিক্ষণ সহায়ক পুস্তক প্রকাশ করেছে।

১৩) উল্লেখিত সময়ের মধ্যে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা পরিচালনা করেছে ঃ

ক) 'মেরিট স্কলারশিপ'।

খ) 'স্কুল স্টাইপেণ্ড'।

গ) 'ন্যাশানেল স্কলারশিপ'।

ঘ) 'সংস্কৃত স্কলারশিপ'।

ঙ) রাষ্ট্রীয় ইণ্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ দেরাদুন-এ ভর্ত্তি পরীক্ষা।

চ) সৈনিক স্কুল, ইম্ফল এর ভর্ত্তি পরীক্ষা।

ছ) রাজ্য স্তরে 'ন্যাশানেল ট্যালেন্ট সার্চ' পরীক্ষা।

জ) জাতীয় স্তরে 'ন্যাশানেল ট্যালেন্ট সার্চ' পরীক্ষা।

গ) প্রাথমিক শিক্ষকের ছয় মাসের প্রশিক্ষণান্তে পরীক্ষা।

১৪) পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ সমাপনান্তে জাতীয় স্তরের 'Achievement Survey'- এর রাজ্যভিত্তিক পরীক্ষা পরিচালনা করেছে।

১-৪-২০০৩ থেকে ৩১-১২-২০০৩ পর্যন্ত সময়ে

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

রাজ্যে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কার্যাবলী নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রে ব্যাপৃত ঃ

ক) সাধারণ শিক্ষা

খ) কারিগরী শিক্ষা

গ) ক্রীড়া ও যুববিষয়ক

ঘ) কলা ও সংস্কৃতি



ক্রমিক নং	কর্ম প্রকল্পের নাম	অর্জিত সাফল্যসমূহ
১.	শিক্ষক শিক্ষণ	এ বছরের জুলাই মাসে IASE তে Double Shift চালু হয়েছে। এর ফলে বছরে ৩০০ জন কর্মরত শিক্ষক ৬ মাসের সংক্ষেপিত কোর্সে এবং ১৫০ জন বেকার এক বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সে পড়ার সুযোগ পাবে। এর আগে বছরে মাত্র সর্বমোট ১৫০ জন প্রশিক্ষণ কোর্সে পড়ার সুযোগ পেত।
২.	ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়	ক) এই শিক্ষাবর্ষে (২০০৩-০৪) BBA ও MCA এই দুটি নতুন কোর্স চালু করা হয়েছে।
		খ) অ-তামাদিযোগ্য তহবিল (NLCPR) থেকে প্রাপ্ত অর্থানুকূল্যে "ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প" -- এর অধীনে বিভিন্ন ভবনের নির্মানকার্য ও আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম, কমপিউটার ইত্যাদি ক্রয়ের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে। ২,০২৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পের এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত ১৩.৮০ কোটি টাকার মধ্যে মোট ব্যায় হয়েছে

		১১.৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে এই অর্থবর্ষে এ যাবৎ ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১.৮৩ কোটি টাকা লাইব্রেরী, অডিটোরিয়াম, ক্যান্টিন, ছাত্রাবাস, অতিথিশালা নির্মাণের কাজ আশানুরূপভাবে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পভুক্ত অবশিষ্ট কাজগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে শেষ করা যায় তার জন্য কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।
৩.	**সরকারী কলেজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ**	*ক)* এ বছর থেকে সরকারী আইন কলেজে ভর্তি এন্ট্রান্স পরীক্ষার ভিত্তিতে শুরু হয়েছে। এর জন্য গঠিত আইন কলেজের অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান করে "ল এন্ট্রান্স বোর্ড" গঠন করা হয়েছে।
		খ) বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে দর্শন শাস্ত্রে -- সাম্মানিক কোর্স চালু করা হয়েছে।
		গ) বিলোনীয়া কলেজ এবং নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, উদয়পুরে ফিজিক্যাল সায়েন্সে পাশ কোর্সে ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।
		ঘ) সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে মিউজিক চালু করা হয়েছে। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপর পঠন-পাঠন চালানো হবে।
		ঙ) মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়ালের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এম.বি.বি. কলেজের চারপাশের বাউন্ডারী ওয়ালের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে।
		চ) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যে (ACA) মহিলা মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের

		কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে ত্রি-তল ভবনের প্রথম তলার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে।
		ছ) পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা, শ্রীমতী রেবা নায়ার ৭ই নভেম্বর, ২০০৩ মহিলা মহাবিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিজ্ঞান ভবনের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দিয়েছেন।
		জ) গ্রুপ – সি এবং গ্রুপ -- ডি ক্যাটাগরীভুক্ত ১০৩ জন কর্মচারীর প্রমোশন দেয়া হয়েছে। *ঝ)* সরকারী ডিগ্রী কলেজসমূহে ৫২ জন সহকারী অধ্যাপকের নিয়োগপত্র ছাড়া হয়েছে।
৪.	**স্কলারশিপ**	রাজ্যের বাইরে এবং রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন কোর্সে পাঠরত ৮,৮৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রথম কিস্তির স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

[redacted]

ক্রমিক নং	কর্ম প্রকল্পের নাম	অর্জিত সাফল্যসমূহ
১.	**পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট**	*ক)* প্রতি বিষয়ে ২০ আসন বিশিষ্ট তিনটি বিষয় যথা Food Processing Technology, Interior Decoration, Handicrafts and Furniture Design এবং Automobile Engineering - এ বছর থেকে চালু হয়েছে।
		খ) বিশ্ব ব্যাংকের Third Technician Education প্রজেক্টের অধীনে নির্মাণকার্য,

		প্রশিক্ষণ এবং সাজসরঞ্জাম, বই, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের কাজ সন্তোষজনক-ভাবে এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে ক্যান্টিন ব্লকের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন, অডিটোরিয়াম ও একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ লাখ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি, বই ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। ১৯ জন ফ্যাকাল্টি এবং সহযোগী স্টাফের প্রায় ২৫ শতাংশ ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে।
		গ) এ বছর থেকে উইমেন্স পলিটেক্নিক (বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পে) - এ পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের এই প্রজেক্টের অধীনে প্রথমে ৩০ আসন বিশিষ্ট Information Technology কোর্স চালু হয়েছে।
২.	**ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ**	*ক)* পাঁচ দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে ছয় দিন কলেজ খোলা থাকবে।
		খ) অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যে (ACA) বাউন্ডারী ওয়ালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া একাডেমিক ভবনের প্রথম তলার নির্মাণ কাজ ও যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির ক্রয় সমাপ্তির পথে।
৩.	**সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়**	*ক)* এম.বি.বি. কলেজের পূর্বতন ১ নং হোস্টেলে কলেজটির স্থানান্তর ঘটেছে।
		খ) পাঁচজন নিয়মিত কলেজ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
		গ) **এই প্রথম চারদিন ব্যাপী (২১-২৪ নভেম্বর, ২০০৩) "চারু ও কারুকলা উৎসব"** অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক

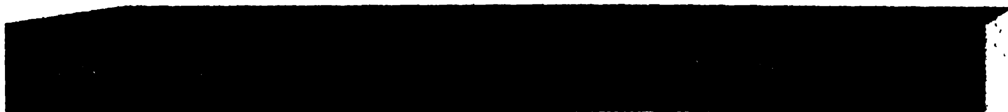
		উদ্বোদিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল পত্নী মাননীয়া শ্রীমতী মঞ্জু সহায় ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী কেশব মজুমদার অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।



ক্রমিক নং	কর্ম প্রকল্পের নাম	অর্জিত সাফল্যসমূহ
১.	জাতীয় সেবা প্রকল্প (NSS)	*ক)* ৪০ (চল্লিশ) টি রক্তদান শিবিরে এন.এস.এস. স্বেচ্ছাসেবীরা ২,০৬০ বোতল রক্তদান করেছে।
		খ) ১১-২০ অক্টোবর, ২০০৩-এ ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি শিবিরে রাজ্যের ১০ জন এন.এস.এস. স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেছে।
		গ) রাজ্য এন.এস.এস. সেলের উদ্যোগে ১৩-৭-২০০৩ তারিখে "জল ঃ জীবনের অমোঘ সম্পদ" এর উপর একটি রাজ্য-ভিত্তিক সেমিনার সংগঠিত হয়।
		ঘ) রাজ্য সরকারের তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় রাজ্য এন.এস.এস. সেল তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু শ্রেণী ও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ১৯ জন মহিলাকে নিয়ে "স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী" (Self Help Group) গঠন করে কাজ শুরু করেছে।
		ঙ) এন.এস.এস. এর উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর, ২০০৩ আগরতলায় এইডস্ সচেতনতা বিষয়ক একটি বিশাল রেলী সংগঠিত হয়। মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী কেশব মজুমদার

		এই রেলীর সূচনা করেন।
		চ) ৫-১১-২০০৩ ইং এ রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয় "৯ (নয়) টি লক্ষ্য অর্জনে এন.এস.এস-এর অংশগ্রহণ" এর উপর সেমিনার। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাধিপতি ও বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের কমিশনার প্রমুখ।
		ছ) ১০ই ডিসেম্বর, ২০০৩ এ "বিশ্ব মানবাধিকার দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এন.এস.এস. এর বিভিন্ন ইউনিট থেকে সংগৃহীত ৫৪,৭১৬ টাকা "সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস তহবিলে" দান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী কেশব মজুমদার এবং রাজ্যের এডভোক্যাট জেনারেল শ্রী তরুণ রায় বক্তব্য রাখেন।
		জ) এ বছরই প্রথম রাজ্যের একজন প্রোগ্রাম অফিসার শ্রী বলাই সাহা জাতীয় স্তরে এন.এস.এস পুরষ্কারে ভূষিত হন। তিনি পুরষ্কারের সমস্ত অর্থই (১০,০০০ টাকা) মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন। তাছাড়া অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও এস.এস.এস স্বেচ্ছাসেবক শ্রী সুকান্ত সরকার জাতীয় এন.এস.এস পুরষ্কারে ভূষিত হন।

২.	এন. সি. সি.	*ক)* গঙ্গোত্রী অভিযানে সাফল্যের জন্য এন.সি.সি. ক্যাডেট শ্রীমতী মুক্তা ঘোষকে পদক, সার্টিফিকেট ও ২,০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। শ্রীমতী ঘোষ "এভারেষ্ট অভিযান -- ২০০৫" এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এই বিশেষ সাফল্যের জন্য শ্রীমতী ঘোষকে মহিলা মহাবিদ্যালয়ে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী নগদ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।
		খ) ডিব্রুগড়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ জাতীয় সংহতি শিবিরে ত্রিপুরার এন.সি.সি. দলটি প্রথম স্থান অধিকার করে। এই শিবিরে সারা দেশের ১৬ টি এন.সি.সি. ডাইরেক্টরেট থেকে অংশগ্রহণ করেছিল।
		গ) গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এন.সি.সি. ক্যাডেট শুভ্রা সাহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।
৩.	ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যাবলী	গত ২৭--২৮ নভেম্বর, ২০০৩ মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে মহিলা মহাবিদ্যালয় ও পুরুষ বিভাগে রামঠাকুর কলেজ চ্যাম্পিয়ান হয়।



ক্রমিক নং	কর্ম প্রকল্পের নাম	অর্জিত সাফল্যসমূহ
১.	ত্রিপুরা ষ্টেট কলা একাদেমী	নৃত্য, গান ও বাদ্যযন্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মণিপুরী নৃত্যগুরু (স্বর্গীয়) অঙ্গৌ তন্বী সিং-কে নজরুল স্মৃতি পুরস্কার -- ২০০৩

		(পুরষ্কার মূল্য — ১০,০০০ টাকা) দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে শ্রী সিং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা দান করেছেন।
২.	**সরকারী যাদুঘর**	*ক)* ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা-র আর্থিক সহায়তায় দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েল পেইন্টিং গ্যালারীর (Royal Painting Gallery) উন্নতি বিধানের কাজ সমাপ্তির পথে।
		খ) সম্প্রতি কমলপুর মহকুমার হালাহালি বাজারের সন্নিকটে দেবীছড়া গ্রামে রাস্তার মাটি কাটার সময় বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি প্রাণীর হাড়, দাঁত ও চাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। কমলপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংগৃহীত এ ধরনের কিছু নিদর্শন সরকারী যাদুঘরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩.	**ত্রিপুরা রাজ্য মহাফেজখানা**	*ক)* রাজ্য মহাফেজখানাকে পূর্বতন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে কলেজ টিলায় বর্তমান বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের পাশে স্থানান্তর করা হয়েছে।
		খ) যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৪-৩০ নভেম্বর, ২০০৩ বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে মহাফেজখানা সপ্তাহ পালনের মূল অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়া এন এস এস - এর সহযোগিতায় রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কৈলাশহর ও নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, উদয়পুরেও এ বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।
৪.	**পাবলিক লাইব্রেরী**	বিলোনীয়া পাবলিক লাইব্রেরীর নির্মাণ কার্য